ইসলাম
সভ্যতার শেষ ঠিকানা

জিয়াউল হক

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশন

প্রকাশকের কথা

আমরা কেন দাবি করছি, ইসলাম : সভ্যতার শেষ ঠিকানা? এই আলাপ তুলে আদতে মানুষের কী কল্যাণ? সম্মানিত পাঠকবর্গের নিকট এ ব্যাপারে দুটো কথা বলার তাগিদ অনুভব করছি।

সামগ্রিকভাবে বস্তুবাদী মানুষের জীবনের প্রধান লক্ষ্য এই পৃথিবীতে নিজে সুখী হওয়া, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটা সুখী সমাজব্যবস্থা তৈরি করে দেওয়া। আরেকটু মোটাদাগে বললে, পৃথিবী নামক এই গ্রহকে সুখের পৃথিবী হিসেবে গড়ে তোলা। এটা একটা দিক। অন্যদিক হলো, আমরা যারা মুসলমান, তারা জীবনের ব্যাপারে আরেকটু বড়ো দৃষ্টিভঙ্গি লালন করি। এই পৃথিবী তো বটেই, তার সঙ্গে অনন্ত জীবনের এক ক্লান্তিহীন সফরের প্রস্তুতি নিই। আমরা এই পৃথিবী এবং তার পরের জীবন-দুটোতেই সফলতা হাতড়ে বেড়াই।

বিতর্ক যা-ই থাকুক, আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে বর্তমান সময়ে পশ্চিমা সভ্যতা পুরো দুনিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করছে। পশ্চিমা সভ্যতার প্রতাপের কাছে অন্যান্য সভ্যতা ম্রিয়মান, অস্তিত্বের লড়াইয়ে। এখন প্রশ্ন হলো, এই পশ্চিমা সভ্যতা কি বস্তুবাদী মানুষদের দুনিয়াবি প্রত্যাশাও পূরুণ করতে সক্ষম হচ্ছে? সুখপাখি বাস্তবে কি এই সভ্যতার ধারক-বাহকদের হাতে ধরা দিয়েছে? পশ্চিমা সভ্যতাকে যারা ধারণ করেছে, তারাও কি দিনশেষে তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে পারছে?

আমরা মুসলমানরা যারা দুই জগতেই কল্যাণ প্রত্যাশা করি, তাদের অবস্থা কতটা সংকটাপন্ন- তা নিশ্চয় আপনারা জীবন থেকে উপলব্ধি করতে পারছেন। জ্বলন্ত উননে হাঁটছি দলবেঁধে। জ্বলে-পুড়ে ছারখার হচ্ছি, চিৎকার করারও জো নেই। জাহেলিয়াতের ঘোর অমানিশা সত্যের নুরের মশাল নিভিয়ে দেওয়ার আয়োজন করছে জোরেশোরে। শত পরীক্ষা দিয়েও নিদেনপক্ষে ঈমান নিয়ে অনন্ত সফরে বের হওয়ার সুযোগটাও যেন ফুরিয়ে আসছে। একটা বড়ো ঝড় ছুটে আসছে।

বস্তুবাদী কিংবা আসমানি জীবনদর্শনে বিশ্বাসী উভয় শ্রেণির মানুষদের কাছে এই সভ্যতা অগ্রহণযোগ্য ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে। সভ্যতার ঠিকানা খোঁজার আলাপটা ঠিক এখানেই খুব বেশি প্রাসঙ্গিক, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইংল্যান্ড প্রবাসী সুলেখক, চিন্তাবিদ, কলমসৈনিক মুহতারাম জিয়াউল হক ভাই এই কার্যকর আলাপ তুলেছেন তাঁর *ইসলাম : সভ্যতার শেষ ঠিকানা* গ্রন্থে। তিনি দাবি করেছেন, ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় বর্তমান সভ্যতার পতন অত্যাসন্ন। পতনোন্মুখ সভ্যতা কিছু যৌক্তিক কারণেই ইসলামি সভ্যতার কোলে আশ্রয় গ্রহণ করবে।

আমি সম্মানিত পাঠকবৃন্দকে অনুরোধ করব, এই বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে সাহিত্যের রসের দাঁড়িপাল্লায় না তুলে জ্ঞান দুনিয়ার তৃষ্ণার নদীতে ঝাঁপ দিন। এই গ্রন্থ আপনার রসাত্মবোধকে একটু ধৈর্যের পরীক্ষায় ফেলবে। সে পরীক্ষায় উতরে গেলে আপনি নিশ্চিত থাকুন, ঋদ্ধ হবেন খানিকটা, বেছে নেওয়া পথের ব্যাপারে আস্থা খুঁজে পাবেন।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার
১০.০১.২০১৯

মুখবন্ধ

বর্তমান বিশ্বে কেবল একটিমাত্র সভ্যতারই একচ্ছত্র আধিপত্য ও কর্তৃত্ব চলছে। আধুনিক ইউরোপ থেকে উদ্‌গত এই সভ্যতা বিগত তিন-চারশো বছরে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। এই গ্রহের আনাচে-কানাচে, অলিতে-গলিতে সর্বত্র এর অবাধ বিচরণ।

এ সভ্যতার প্রধান দুটো উপকরণ হচ্ছে বস্তুবাদ ও ভোগবাদ। এর সঙ্গে অতিন্দ্রিয় বিষয় হিসেবে যুক্ত সংশয়বাদ। আর সংশয় মানেই হচ্ছে জীবন ও জগতের সৃষ্টি, পরিচালনা ও বিনাশ সম্পর্কে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া। ইসলামের পরিভাষার ঈমান ও ইয়াকিন-এর ঠিক বিপরীত বিষয়ই সংশয়। খ্রিষ্ট ধর্মের বিকৃত রূপ থেকেই সংশয়ের জন্ম। সংশয় বুকে পুষেই সভ্যতা কয়েকশো বছর পৃথিবীর পথ অতিক্রম করেছে। কোনো সন্দেহ নেই, সেই সভ্যতা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়েছে। একইসঙ্গে স্বীকার করতে হবে, সংশয়বাদ আপাত সফল সভ্যতার আত্মায় যে পঁচন ধরিয়েছিল, তারও ষোলোকলা পূর্ণ হয়েছে। ফলে জন্মলগ্ন থেকেই এই সভ্যতা কোনো সংকটের প্রকৃত সমাধানের পরিবর্তে কেবল তার ভলিউম বাড়িয়েই চলেছে। শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব একেবারে দিশেহারা। দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের পর ঠান্ডা লড়াইয়ের অবসানে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা আপাতত টলে গেলেও একক পরাশক্তির ক্ষমতার দর্প জুলুমের আরেক পাহাড় তৈরির উন্মত্ত প্রচেষ্টায় লিপ্ত।

বর্তমান সভ্যতা এমন দর্প ও অহংকারে মত্ত হওয়ার পূর্বে সমগ্র বিশ্ব ইসলামি সভ্যতার ছায়ায় হাজার বছরের পথ অতিক্রম করেছে। হাজার বছরেও পৃথিবীতে সংকটের মতো বড়ো আবর্ত কখনো সৃষ্টি হয়নি। বস্তুগত উন্নতিক দিক-নির্দেশনাও ইসলামই দিয়েছিল। তার ফলে বস্তুগত উন্নতির যে বুনিয়াদ গড়ে উঠেছিল, তার ভিত্তিতেই আধুনিক সভ্যতার এতটা পথ অতিক্রম সম্ভব হয়েছে। ইসলামের আওতায় সভ্যতার এ বিধ্বংসী রূপ এবং মারণাস্ত্রের নগ্ন ব্যবহার ছিল না। তাই ইসলামই আধুনিক সভ্যতার যাবতীয় উৎকৃষ্ঠাংশের উত্তরাধিকারী। পৃথিবী এগিয়ে চলে। মৃত্যু মানুষের জন্য অবধারিত হলেও মৃত্যুর জন্যই তাকে বেঁচে থাকতে হয়। আর এ বেঁচে থাকার মেয়াদ যত স্বল্পই হোক না কেন, তার সার্থকতাই মৃত্যুকে সার্থক করে তোলে। এজন্যই ইসলামে বুনিয়াদি ধারণায় বস্তুবাদী উন্নতিকে মানবিক কল্যাণমুখী করার মন্ত্র নিহিত রয়েছে। তাই ইসলামের অনুসারী পৃথিবীও এগিয়ে চলে। ইসলামকে সভ্যতা ও উন্নতির প্রতিপক্ষ এবং সন্ত্রাস ও নিষ্ঠুরতার ধারক হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টাকারীদের ব্যর্থ করে দিয়ে বিশ্ব সভ্যতাকে কল্যাণময় অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশ্বব্যাপী ইসলামের এক নব উত্থান ঘটছে। ইসলাম ছাড়া সভ্যতার আত্মরক্ষার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। *ইসলাম : সভ্যতার শেষ ঠিকানা* গ্রন্থে লেখক অত্যন্ত সুন্দরভাবে যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে এ কথাই প্রমাণ করেছেন।

আবদুল মান্নান তালিব
মগবাজার, ঢাকা।

লেখকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, সকল প্রশংসা সেই মাবুদের, যিনি আমাকে এই গ্রন্থ রচনা করার মতো সময়, সুযোগ ও প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দিয়েছেন। দরূদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তির দূত সাইয়্যেদুল মুরসালিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর, তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ ও পরিবারবর্গের ওপর এবং তাঁর নিষ্ঠাবান সম্মানিত অনুসারীদের ওপর।

স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় সমস্যা জর্জরিত বর্তমান বিশ্ব অনিবার্যভাবেই ইসলামের কোলে আশ্রয় নিচ্ছে, তা সুস্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান। গোটা বিশ্বজুড়ে ঘটমান পরিবর্তন সে কথা সন্দেহাতীতভাবে বলে দিচ্ছে। তারপরেও কিছু লোক সবসময় যুক্তি খোঁজেন। তারা নিজেদের যুক্তিপ্রিয় বুদ্ধিজীবী হিসেবে দাবি করেন। বুদ্ধির জোরের চোটে স্বাভাবিক, সুস্পষ্ট এবং অতি সাধারণ পরিবর্তনগুলোও তাদের চোখে পড়ে না। একজন মূর্খ মানুষ হিসেবে বুঝতেই পারি না, এসব মহারথীদের কী নামে ডাকা উচিত। 'বুদ্ধিজীবী' নাকি 'যুক্তিজীবী'? ভাবতে বাধ্য হই, এসব মানুষ আদতে জ্ঞানপাপী, সুবিধাবাদী চরিত্রের। যেখানে বুদ্ধিকে খাটিয়ে জীবিকা অর্জন করা যায়, সেখানে তারা 'বুদ্ধিজীবী'। আর যেখানে যুক্তি খাটালে নগদ কিছু পাওয়া যায়, সেখানে তারা 'যুক্তিজীবী'।

বিশ্ব সভ্যতা যে ইসলামের কোলে আশ্রয় নেওয়ার একেবারে দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে, সে বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু তারপরও আমি শুধু ওই যুক্তিজীবী গোষ্ঠীর সামনে যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা তুলে ধরে বলতে চেয়েছি, বর্তমানে বিশ্ব সভ্যতা টিকে থাকার সকল যোগ্যতা হারিয়েছে। এ সভ্যতা সেই একই রোগে আক্রান্ত, যে রোগে আক্রান্ত হয়ে অতীতের অনেক সভ্যতাই ধ্বংস হয়ে গেছে, বিলীন হয়েছে অন্য কোনো সভ্যতার মধ্যে। অতএব, এ সভ্যতার পরিবর্তন অনিবার্য এক বাস্তবতা।

কিন্তু পরিবর্তনের এ রূপ কী হবে? এ সভ্যতা টিকে থাকার জন্য শেষ অবধি কাকে আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করবে? সম্ভাব্য আশ্রয়স্থল হিসেবে আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও যুক্তিজীবী শ্রেণির উপস্থাপিত মতবাদ বা দর্শনের ব্যাপারে যুক্তি-প্রমাণ আসলে কী বলে? তত্ত্ব, তথ্য ও উপাত্ত সহকারে এসব আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে।

সম্ভাব্য সকল দিকেই যুক্তির দেয়াল খাড়া করা হয়েছে। ইসলামি জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টারত সংগ্রামী যুবকবৃন্দ, যাঁরা নিজেদের আহার-নিদ্রা, আরাম বিসর্জন দিয়ে মানুষকে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা বোঝাতে ব্যস্ত, এই গ্রন্থ তাঁদের কাজে লাগবে বলে আশা করছি। সমাজে তথাকথিত বুদ্ধিজীবী আর যুক্তিজীবীদের সামনে উপস্থাপনের মতো যুক্তির অস্ত্র এসব লড়াকুদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যই এ গ্রন্থ।

আমি আমার জ্ঞানের স্বল্পতা ও অযোগ্যতা সম্বন্ধে পুরোমাত্রায় সচেতন। তার পরেও সাহস ও আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ওপর ভরসা করে গ্রন্থখানা লিখেছি দীর্ঘ আড়াই বছর ধরে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ বইটা লেখা শেষ করার এবং তা ছাপা হয়ে পাঠকের হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করলেন, এ এক আশ্চর্য ব্যাপারই মনে হয় আমার কাছে! যখন পুরো বিষয়টি ভাবি, তখন শিহরিত হই, পুলকিত হই, আবার ভয়ে অন্তরও কেঁপে ওঠে, হায় কতটুকুই-বা তাঁর এ বদান্যতার শুকরিয়া আদায় করলাম! ইসলামি সাহিত্য বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে জনপ্রিয় করার অন্যতম দিকপাল প্রকাশনা সংস্থা *গার্ডিয়ান পাবলিকেশন* গ্রন্থটি প্রকাশ করার দায়িত্ব নেওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থের কোনো ভুলত্রুটি চোখে পড়লে অনুগ্রহপূর্বক জানালে পরবর্তী সময়ে ইনশাআল্লাহ সংশোধন করে নেব। সবশেষে মহামহিম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে মিনতি; মাওলা গো, সেই কঠিন দিনটিতে আপনি অনুগ্রহ করে আমার অনেক রাতজাগা এ লেখাটির উসিলায় একটুখানি রহমতের দৃষ্টি দেবেন আপনার পাপী ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এ দাসের পানে।

খাকসার
জিয়াউল হক
ইংল্যান্ড

সূচীপত্র

সভ্যতা ও তার গঠন	১৩
সভ্যতার উন্নয়নের অপরিহার্য উপাদানসমূহ	১৮
সভ্যতার স্থায়িত্ব	২৫
সভ্যতা ধ্বংসের কারণসমূহ	৩৬
বর্তমান বিশ্ব সভ্যতার মৌলিক ভিত্তি	৪৮
কমিউনিস্ট সভ্যতা : উদ্ভব ও পরিণতি	৬০
ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ : ধর্মহীন সভ্যতার দর্শন	৬৬
বর্তমান বিশ্ব সভ্যতায় নারী	৭১
নারীবাদী আন্দোলন : সূত্রপাত ও ফলাফল	৮৩
জন্মই যখন আজন্ম পাপ	৯৮
নৃশংসতা : বর্তমান সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ	১০৯
বর্তমান সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি, ইসলামের অবদান	১১৭
ইসলাম : বর্তমান বিশ্ব সভ্যতার আগ্রাসী শিকার	১৩৯
বিশ্বব্যাপী হাহাকার	১৪৫
আদর্শিক দেউলিয়াত্ব : বর্তমান সভ্যতা ধ্বংসের সূচনাবিন্দু	১৫১
পালাবদল	১৬০
সত্যের জয় দিকে দিকে	১৬৫
অতঃপর...	১৭৫

সভ্যতা ও তার গঠন

সভ্যতা কী? এ প্রশ্নের উত্তরে বিশিষ্ট লেখক ও ইসলামি চিন্তাবিদ আব্দুর রহমান আজ্জাম লিখেছেন–

> 'সভ্যতা একটি মশালের মতো, যা যুগে যুগে এক জাতির হাত হতে অন্য জাতির হাতে স্থানান্তরিত হয়েছে।'[১]

পৃথিবীর সূচনাকালেই মানব সভ্যতার গোড়াপত্তন। পৃথিবীর বয়স কয়েক হাজার কোটি বছর; মানুষও এখানে বসবাস করছে কোটি কোটি বছর ধরে। মানুষের জীবনযাপনের ধারা ও ইতিহাস যাই হোক না কেন, পুরো সময় ধরেই এই পৃথিবী কোনো না কোনো সভ্যতার বুকেই আশ্রয় নিয়েছিল। জানা-অজানা শত শত সভ্যতার উত্থান-পতনের নীরব স্বাক্ষী পৃথিবী নামক গ্রহ। কোনো সভ্যতা তার সূচনালগ্নেই ভেঙে পড়েছে অথবা অন্য কোনো সভ্যতার আগ্রাসনের শিকার হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়েছে কিংবা পরিবর্তিত হয়েছে। বিপরীতে কোনো কোনো সভ্যতা প্রচণ্ড দাপট ও শৌর্য-বীর্য নিয়ে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে টিকে থেকেছে। পৃথিবীর ওপর ছড়ি ঘুরিয়েছে প্রচণ্ড প্রতাপের সঙ্গে। সমগ্র পৃথিবী বা তার অংশবিশেষের ওপর স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী প্রভাব বলবৎ রেখেছে। ভালো-মন্দ উভয়বিধ প্রভাবে মানব সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছে।

গ্রিক সভ্যতা, রোমান সভ্যতা, দ্রাবিড়, বৌদ্ধ, আর্য ও চৈনিক সভ্যতা এবং সবশেষে ইসলামি সভ্যতাসহ অনেক সভ্যতাকে পৃথিবীর স্বস্ব স্থানে ভাস্বর দেখতে পাই। মানুষের জীবনযাপন, উত্থান-পতন, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সুখ-দুঃখসহ সামগ্রিক জীবনব্যবস্থাকে ঘিরে সভ্যতা গড়ে ওঠে। তাই সভ্যতার মূল উপাদান হলো মানুষ। সমগ্র জাতি কিংবা তার অংশবিশেষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে একটি সভ্যতা। যে সভ্যতা মানুষের মৌলিক, জৈবিক, সামাজিক, আত্মিক, আধ্ব্যাত্মিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তথা জীবনের সামগ্রিক প্রয়োজন যথাযথভাবে ও যথাসময়ে তুলনামূলক উত্তমরূপে মেটাতে সক্ষম হবে, সেই সভ্যতাই মানুষের কাছে কাঙ্ক্ষিত ও গ্রহণীয় হয়ে উঠবে। অপরদিকে যে সভ্যতা মানুষের সার্বিক প্রয়োজন মেটাতে যতখানি ব্যর্থ হবে, সে সভ্যতা ঠিক ততখানি বর্জনীয় হিসেবে বিবেচিত হবে। কালের পরিক্রমায় সে সভ্যতা ব্যর্থ ও অপাংক্তেয় বলেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

সভ্যতার উদ্দেশ্য

সভ্যতার মূল উদ্দেশ্য জীবদ্দশায় মানুষ যেন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে। আত্মিক, জৈবিক ও দৈহিক চাহিদাসমূহ পূরণের অনুকূল পরিবেশ পায়। সুখ-শান্তি, প্রগতি ও কল্যাণের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পারে এবং সে আসনে আসীন থাকতে পারে। সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করাটাই হলো সভ্যতার উদ্দেশ্য।

মানুষ অনেকটা আগ্নেয়গিরির মতো। যার ভেতরে লুকিয়ে থাকে শান্ত লাভার মতো সুপ্ত প্রতিভা! যেকোনো মানুষের ভেতরেই বিরল ও দুর্লভ প্রতিভা সুপ্তাবস্থায় লুকিয়ে থাকতে পারে। সভ্যতা হলো সেই শক্তি, যা মানুষের ভেতরে সুপ্তাবস্থায় লুকিয়ে থাকা এই প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র তৈরি করে এবং সযত্নে লালন করে। মানুষের ভেতরে এসব কল্যাণকর প্রতিভার বিকাশ, লালন ও ক্রমোন্নয়নের মাধ্যমে তা পূর্ণতার স্তরে উন্নীত হয়।

একটি সভ্যতার দায়িত্ব হলো, মানুষের সকল ধরনের যোগ্যতা ও মেধার যথাযথ মূল্যায়ন করা। এর সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে বৃহত্তর মানবতার কল্যাণের ধারা উন্মুক্ত করা এবং তা অব্যাহতভাবে চালু রাখা। সেইসঙ্গে এই ধারা যেন উন্নত স্তর ও মান বাজায় রেখে পরবর্তী বংশধরদের হাতে স্থানান্তরিত হতে পারে, তা নিশ্চিত করা।

এই কঠিন দায়িত্বগুলো পালনে যে সভ্যতা যত বেশি এগিয়ে, সে সভ্যতা তত বেশি সফল। আর এই সভ্যতাই বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ সভ্যতা হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রতি যুগের মানুষের কাছে সমাদৃত হয়। শুধু প্রাচুর্য, ধন-সম্পত্তি, বিলাস-ঐশ্বর্য দেখে একটি সভ্যতাকে উন্নত বলে রায় দেওয়া নিতান্তই অযৌক্তিক। বস্তুগত উন্নতি, জাঁকজমক, ক্ষমতা, প্রতাপ-প্রতিপত্তির বাহুল্য উপস্থিতি একটি সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মাপকাঠি হতে পারে না, হওয়া উচিতও নয়; বরং এ ক্ষেত্রে দেখা উচিত, একটি সভ্যতা মানব সমাজের সদস্যদের চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস-আকিদা ও ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ক্রমবিকাশ ও উত্তরণের ক্ষেত্রে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে। একইসঙ্গে কতটা আলোড়িত করেছে। নৈতিক দিকটাকে কতটা গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপন করতে পেরেছে। উন্নয়নকে কতটা সংজ্ঞায়িত করতে পেরেছে। নৈতিকতার বাস্তব ও চিরন্তন মডেল কতটা দাঁড় করাতে পেরেছে। সমাজ কাঠামোর সদস্যদের নৈতিকতাকে কতটা উন্নত ও আলোড়িত করতে পেরেছে। উৎকৃষ্ঠ নৈতিকতা অর্জন ও সংরক্ষণে তাদের কতটা উজ্জীবিত, অনুপ্রাণিত করতে পেরেছে। এগুলোই হলো সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মাপকাঠি। এসব বিষয়ের নিরিখেই বিচার করে দেখা উচিত, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সভ্যতা কোনটি?

সভ্যতার গঠন

সভ্যতার গঠনতন্ত্রে একটা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ও ভূখণ্ড অনিবার্য দুটো উপাদান। সভ্যতার সূচনা ও ক্রমবিকাশের জন্য আরও চারটি মৌলিক উপাদান বিদ্যমান। এগুলোকে বাদ দিলে সূচনাতেই একটি সভ্যতা বিলুপ্ত হতে বাধ্য।

- অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণ ও কর্মপদ্ধতি
- প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক অবকাঠামো
- নৈতিক রীতি-নীতি ও বিধিবিধান
- জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড

ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সর্বোপরি একটি সমাজ-জীবনের প্রথম চাহিদা হলো অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা। এই প্রয়োজনের খাতিরেই গড়ে উঠে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। এ ক্ষেত্রে সফলতা-ব্যর্থতা সামগ্রিকভাবে একটি জাতি এবং বিচ্ছিন্নভাবে জাতির প্রতিটি সদস্যকে প্রভাবিত করে। তাদের সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন ও ভালো-মন্দকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই সভ্যতা গড়ে ওঠার একটি অন্যতম উপাদান হলো অর্থনৈতিক উপায় উপকরণ ও কর্মপদ্ধতি।

সমাজের মানুষের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো শান্তি-সম্প্রীতি, মায়া-মমতা ও সৌহার্দ্য-ভালোবাসার উন্মেষ ঘটানো। প্রত্যেকের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করা, তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়া, সমাজে অন্যায়-অনাচার প্রতিরোধ, দুষ্টের দমন, শিষ্টের লালন করা। সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের অবকাঠামো নির্ধারণ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা। এ গুরুদায়িত্ব কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দ্বারা এককভাবে আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব নয়; বরং এসব বিষয়ে সমাজের সকলেই কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ সচেতন নাগরিকের মতামতের ভিত্তিতে নিজেদের পছন্দমতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রয়োজন;

যার মাধ্যমে এগুলোকে আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হবে। আর এই প্রতিষ্ঠানের নামই হলো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং তার অবকাঠামোই হলো সভ্যতার দ্বিতীয় মৌলিক উপাদান।

মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস, জীবন, পরিচালনা ও সম্পাদনা, মেলামেশার পথ ও পদ্ধতি; রাষ্ট্রের নাগরিক ও সমাজের অধিবাসী হিসেবে বসবাস ও চলাচলের জন্য কিছু সর্বগ্রাহ্য, উপযোগী, সহজ ও সাবলীল নিয়ম-কানুন ছাড়া কখনোই কোনো সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না। তাই নৈতিক রীতি-নীতি ও বিধিবিধান হলো সভ্যতার তৃতীয় মৌলিক উপাদান।

সমাজে বসবাসকারী মানবমণ্ডলীর মানবীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ বজায় রাখা, তাদের মানবীয় প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির মান উন্নয়ন করা, তাদেরকে সমাজ-সভ্যতায় কর্মক্ষম ও যুগোপযোগী রাখা, সমাজ সকল জীবের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা এবং অপরের অধিকার সম্পর্কে দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করা একটি সভ্যতার গুরত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করতে হলে তাদেরকে ন্যায়-অন্যায় ও মঙ্গল-অমঙ্গলের সম্যক ধারণা দিতে হবে। সেইসঙ্গে সমাজ-সভ্যতা গঠনে তাদের প্রত্যক্ষ অংশীদারিত্ব ও দায়িত্ব গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সৃষ্টি এবং তা বিকাশের সহজ ও সাবলীল পথ থাকতে হবে। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান, আকিদা বিশ্বাসের চর্চা প্রত্যহিক জীবনের কর্মকাণ্ডে ও আচার-আচরণে লালনের মাধ্যমেই গড়ে উঠে একটি সমাজের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। তাই একটি সভ্যতা গড়ে উঠার পেছনে জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা শিক্ষা-সংস্কৃতির উপস্থিতি হলো সভ্যতার চতুর্থ মৌলিক উপাদান।

মানুষের দ্বারা, মানুষের জন্য এবং মানুষের মধ্যেই একটি সভ্যতা গড়ে ওঠে। মানুষই হলো সভ্যতার মৌলিক প্রতিপাদ্য বিষয়। মানুষই সভ্যতার প্রস্তুতকারক, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক।

সভ্যতার দ্বারা মানুষের জীবনের সকল দিক প্রভাবিত হয়। আবার উলটো করে মানুষের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড, জীবনাচার ও সফলতা-ব্যর্থতা দ্বারাও সভ্যতা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। সময়ের সাথে সাথে সভ্যতার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়। স্থায়ী-অস্থায়ী, ভালো-মন্দ পরিবর্তনের ছাপ সভ্যতা তার সদস্যদের কথা কাজ, চাল-চলন ও আচার-আচরণের মাধ্যমে ধরে রাখে।

সভ্যতার দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপ হলো মানুষের নৈতিকতা, আচার-আচরণ, জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি। মানুষের উন্নত নৈতিকতা, জীবনাচার ও মহৎ দৃষ্টিভঙ্গি দেখেই আমরা বুঝে থাকি সংশ্লিষ্ট সভ্যতা নিজে কতটা উন্নত এবং কতটা উন্নত আদর্শের ধারক।

এটি খুব সাধারণ একটি দৃষ্টিভঙ্গি। সভ্যতার বিচারে সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ আরও গভীরে দৃষ্টিপাত করে থাকেন। তারা দেখেন, সভ্যতার আদর্শিক শক্তি মানব প্রকৃতির জন্য কতটা উপযোগী এবং এটি সমাজের সদস্যদের চেতনার মর্মমূলে কতটা প্রবেশ করতে পেরেছে। তারা সমাজ সভ্যতার উন্নয়ন ও স্থায়িত্বের জন্য কিছু মৌলিক উপাদান ও মৌলিক কার্যকারণের প্রতি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিপাত করেন। যাচাই করে দেখেন, একটি সভ্যতার নীতি-নৈতিকতা, আকিদা-বিশ্বাস ও শিক্ষা-সংস্কৃতি দিয়ে মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, লেনদেন, সামাজিক বন্ধন ও জীবনাচারকে কতটা উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে পেরেছে। তাদের একক ও সামষ্টিক জীবনে সংস্কৃতির সুফল কতটা আহরণ করতে পেরেছে। তাদেরকে নিজেদের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে সম্বন্ধে কতটা সচেতন করে তুলতে পেরেছে। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক বিষয়গুলোকে কতটা সরবরাহ করতে পেরেছে। এসবের ভিত্তিতেই একটি সভ্যতার সার্বিক বিচার করা হয়।

পৃথিবীতে কোনো সভ্যতা পরম উন্নত ও স্থায়ী আদর্শ সভ্যতায় পরিণত হতে পারে না। সেটা যে কালে, যে স্থানেই গড়ে উঠুক না কেন; বরং সভ্যতার নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক মানবগোষ্ঠী তাদের সুচিন্তিত গবেষণা, মতামত ও প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার মাধ্যমে কালের পরিক্রমায় ক্রমাগতভাবে সভ্যতার উত্তরণ ঘটাতে থাকে। এভাবে তারা সভ্যতাকে শুধু নিজেদের সমাজের জন্যই নয়; বরং গোটা বিশ্বমানবতার জন্যই একটি কল্যাণের উৎস ও মাধ্যম বানিয়ে নিতে পারে।

সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করে মানব সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য সভ্যতার ক্রমাগত উন্নয়ন অপরিহার্য। বিনা পরিশ্রমে, বিনা প্রচেষ্টায় সভ্যতা উন্নত হয় না; প্রয়োজন সুপরিকল্পিত কর্মপ্রচেষ্টা। সুবিন্যস্ত কর্মপরিকল্পনা এবং নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কেবল কাঙ্ক্ষিত সভ্যতা নির্মিত হতে পারে।

সভ্যতার উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালানোর আগে এ কথা ভালোভাবে জেনে নেওয়া প্রয়োজন, সভ্যতার উন্নয়নের জন্য কিছু অপরিহার্য উপাদান থাকতে হবে; যা দিয়ে সভ্যতার উত্তরণ ও উন্নয়ন ঘটানোর প্রয়াস চালানো যায়। এগুলোকে আমরা সভ্যতার উন্নয়নে অপরিহার্য উপাদান বলে আখ্যায়িত করতে পারি।